ইন্টারফেইথ দর্শন

ও তার শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি

মূল:

মুফতি উবাইদুর রহমান মারদান (পাকিস্তান)

প্রধান মুফতি, মারকাজুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ, মারদান

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন বশির

শিক্ষক, মাদরাসাতু আলী রা.

শিবুমার্কেট, পাঠানটুলি, নারায়নগঞ্জ

বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রবন্ধ লেখার কারণ

এই যুগ ফিতনার যুগ। এই সময়ে বিভিন্ন শিরোনামে ও চেহারায় একেরপর এক ফিতনা ধারাবাহিক জন্ম নিচ্ছে। এই ফিতনা সমূহের মধ্যে অন্যতম ভয়ংকর একটি ফিতনা হলো "ইন্টারফেইথ" বা "আন্তঃধর্মীয় ঐক্য", যা আজ থেকে কয়েক দশক পূর্বে শুরু হয়েছে। এই ফিতনার কবলে পড়ে উম্মাহের অসংখ্য ব্যক্তির দীন ও ঈমান নষ্ট হয়েছে। অথচ আজও এই ফিতনার প্রতিধ্বনি বিভিন্ন জায়গা থেকে গুঞ্জরিত হচ্ছে। এজন্য এই বিষয়ের একদম মৌলিক কিছু কথা এখানে আলোচনা করবো।[1]

ইন্টারফেইথের মর্ম ও পরিচয় :

ইন্টারফেইথের মূল মর্ম হলো, সত্য ও মুক্তি শুধু ইসলামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম যেমন ইহুদি-খ্রিস্টানও সত্য ও সঠিক এমন চিন্তা লালন করা।

এই কথার আবশ্যকীয় ফলাফল হলো, আখিরাতে নাজাতের জন্য শুধু ইসলাম ধর্মই নয় এবং মুসলমানরাই শুধু জান্নাতের অধিকারী হবে এমন নয় বরং ইহুদিয়াত ও খ্রিস্টবাদও জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম বলে বিবেচিত হবে। এমনকি আখিরাতে মুক্তির জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা জরুরি নয়। মুহাম্মদ

[1] লেখক এখানে শুধুই ইন্টারফেইথ সম্পর্কে মৌলিক বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছে। ইন্টারফেইথ, তার ইতিহাস ও দুনিয়াব্যাপি তার কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, "**ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতা; দুটি জীবনব্যবস্থার সংঘাত**" বইয়ের ইন্টারফেইথ অধ্যায়টি। প্রকাশনা: চেতনা প্রকাশন। এছাড়া ইন্টারফেইথে বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে সিজদাহ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত **"ইন্টারফেইথ"** বইটি দেখতে পারেন। (আব্দুল্লাহ)

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের প্রতি ঈমান আনয়ন ছাড়াও মানুষেরা সত্য ধর্ম ও আখিরাতে নাজাত পেতে পারে।

ইন্টারফেইথ সম্পর্কে ইসলামের মূল্যায়ন

ইসলামের শিক্ষা ও হিদায়েতের মৌলিক চারটি উৎস রয়েছে। যথা, কুরআনে কারিম, সুন্নতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উম্মতের ইজমা ও কিয়াস। এরমধ্যে প্রথম তিনটিই হলো মৌলিক উৎস। চতুর্থটি স্বতন্ত্র কোনো উৎস নয়। এর মাধ্যমে বিধান প্রমাণিত হয় না যতক্ষণ না তা প্রথম তিন উৎস থেকে না হবে। প্রবন্ধে ইসলামের এই তিন মৌলিক উৎস্ থেকে আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হবে। এখানে এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অসংখ্য প্রমাণাদি রয়েছে। এখানে সকল প্রমাণ জমা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং আলোচ্য বিষয়ের ভ্রান্তি প্রমানে অল্প কিছু স্পষ্ট দলিল উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি।

কুরআনে কারিম ও ইন্টারফেইথে

প্রথম আয়াত :

﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧﴾

আমাদের সরল পথ বাতলিয়ে দিন—তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদের উপর আপনার ক্রোধ পতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও হয়নি।[2]

[2] সূরা ফাতিহা : ৫-৭

অসংখ্য সহিহ সনদে غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ (যাদের উপর ক্রোধ) দ্বারা ইহুদি এবং ٱلضَّآلِّينَ (যারা পথভ্রষ্ট) দ্বারা খ্রিস্টান এই ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।[3] উম্মাহের সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসির বিশারদদের মতও এটিই। আর সুরা মায়েদার কিছু আয়াত থেকেও বিষয়টি বুঝে আসে। যার বিস্তারিত আলোচনা 'তাফসিরে তবারিতে' উল্লেখ হয়েছে।

যাইহোক, আয়াতে এই দুটো দলের উল্লেখ ছাড়াও সঠিক পথ প্রাপ্ত তথা ইসলামের উপর চলতে পারার ও দৃঢ় থাকার জন্য দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এবং দুটো দলকে পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং নিন্দারছলে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াত :

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ﴾

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) দীন হচ্ছে কেবল ইসলাম।[4]

আয়াতে ٱلدِّينَ এবং ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ শব্দের সাথে আলিফ-লাম যুক্ত করা হয়েছে। আরবী গ্রামার অনুযায়ী যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো (তাকিদ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ) আল্লাহ তাআলার কাছে শুধুই গ্রহণযোগ্য হলো ইসলাম। এছাড়া আর যত ধর্ম আছে সব অগ্রহণযোগ্য। সাথে এখানে বাক্যের শুরুতে إِنَّ

---

[3] জামে তিরমিজিতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে,

عن عدي بن حاتم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضلال". (جامع الترمذي برقم: ٢٩٥٤، كتاب التفسير، باب ومن سورة الفاتحة)

আদি ইবনে হাতিম রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইহুদিরা হলো 'মাগদুব আলাইহিম' (ক্রোধপ্রাপ্ত) আর খ্রিস্টানরা হলো 'দ্বলাল' (পথভ্রষ্ট)। -জামে তিরমিজি : ২৯৫৪ (আব্দুল্লাহ)

[4] সূরা আলে ইমরান : ১৯

যুক্ত করা হয়েছে। যার ফলে এই কথার মধ্যে আরো বেশি মজবুতি ও শক্তি অর্জিত হয়েছে।

তৃতীয় আয়াত :

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾

আর যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ থেকে তা মোটেই গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[5]

আরবী গ্রামার অনুযায়ী এখানে مَنْ শব্দটি 'আম' (ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ)। ফলে এই আয়াতের মধ্যে ঐ সকল লোকই অন্তর্ভুক্ত হবে যারা এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে আসবে। আর لَنْ শব্দটি তাকিদের জন্য আসে। এভাবে তাকিদের শব্দকে স্পষ্টভাবে আনার দ্বারা এই চিরস্থায়ী বিধানই এলান করা উদ্দেশ্য, ইসলামের সূর্য উদিত হওয়ার পর কেয়ামত পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীনকে গ্রহণ করে নিলে তা কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এমন ব্যক্তি কেয়ামতের দীন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জাহান্নামে যাবে।

চতুর্থ আয়াত :

﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ

[5] সূরা আলে ইমরান : ৮৫

تَخۡتَلِفُونَ وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ

আর আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব নাযিল করেছি তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ও সেগুলির (বিষয়বস্তুর) সংরক্ষকররূপে। অতএব আপনি তাদের মাঝে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে ফায়সালা করুন। এবং আপনার নিকট যে সত্য এসেছে তা এড়িয়ে ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেক (দল)-কে জীবনবিধান ও পথ-পদ্ধতি দান করেছি। আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের (সকলকে জীবনবিধানের দিক থেকে) একই উম্মত বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি (তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত দিয়েছেন), যাতে তোমাদের যা দিয়েছেন সে বিষয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। সুতরাং তোমরা নেক কাজে প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহর নিকটেই তোমাদের সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের সেসব বিষয়ে জানিয়ে দিবেন, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। আর (তিনি এই নির্দেশ দিয়েছেন) যে, 'আপনি ওদের মধ্য আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী ফায়সালা করুন এবং ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না এবং ওদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকুন- ওরা যেন আপনাকে কোনো বিধান থেকে যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন, বিচ্যুত না করতে পারে।[6]

এই আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, ইহুদিদের বলার কারণে কুরআনের নাজিল করা কোনো বিধান ছেড়ে দেওয়া কিছুতেই সঠিক নয়। এবং তাদের অভ্যান্তরিন কোনো বিষয়ে ফায়সালা করতে হলে কুরআনের শিক্ষানুযায়ীই করতে হবে। এর বিপরীত তাদের কাছে যা রয়েছে সব তাদের প্রবৃত্তির ছাড়া আর কিছুই নয়। যা মূলত ফিতনার কারণ। এখানে

[6] সূরা মায়েদা : ৪৮-৫০

এটাও স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম, ইহুদিবাদ ও অন্যান্য সকল ধর্ম মূলত একটি ফিতনা ও পরিক্ষা—কে এগুলোর মধ্যে সঠিক ধর্মকে গ্রহণ করে আর কে ভ্রান্তির পথ চলে। যদি সকল ধর্মই যদি সঠিক ও নাজাতের মাধ্যম হতো তাহলে পরিক্ষা আর কোন জিনিষের হবে?

পঞ্চম আয়াত :

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۖ وَمِنۡ هَٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤۡمِنُ بِهِۦۚ وَمَا يَجۡحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلۡكَٰفِرُونَ﴿

এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এই কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে। এবং এদের (মক্কাবাসীদের) মধ্যেও কতক এমন, যারা এর প্রতি ঈমান রাখে। আর আমার আয়াতসমূহ শুধু কাফেররাই অস্বীকার করে।[7]

এই আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট যে, যারা কুরআনের আয়াতের অস্বীকার করবে তারা কাফের হয়ে যাবে। চাই তা ইহুদি করুক বা খ্রিস্টান অথবা মুসলমান নামধারীরা। কুরআনের অসংখ্য জায়গায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সত্যায়ন করা হয়েছে। এবং ইহুদি-খ্রিস্টানদের প্রচুর নিন্দা ও ভৎসনা করা হয়েছে এবং এদের ভ্রান্ত ও বাতিল হওয়ার বিষয়টি জোরালোভাবে উল্লেখ রয়েছে। অথচ ইন্টারফেইথের দর্শন কুরআনের এই সকল আয়াতের স্পষ্ট বিরোধী।

ষষ্ঠ আয়াত :

[7] সূরা আনকাবুত : ৪৭

﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّهِۦ وَيَتۡلُوهُ شَاهِدٞ مِّنۡهُ وَمِن قَبۡلِهِۦ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامٗا وَرَحۡمَةٗۚ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤۡمِنُونَ بِهِۦۚ وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ مِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ فَٱلنَّارُ مَوۡعِدُهُۥۚ فَلَا تَكُ فِي مِرۡيَةٖ مِّنۡهُۚ إِنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤۡمِنُونَ﴾

আচ্ছা, যে ব্যক্তি আপনার রবের স্পষ্ট পথের উপর আছে এবং তার সাথে রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সাক্ষী এবং এর পূর্বে (আরেক সাক্ষীরূপে) আছে মূসার কিতাব, যা পথপ্রদর্শক ও রহমত—(সে কি অন্যদের সমান হতে পারে? নিশ্চয় না) এমন লোকেরাই কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে। আর অন্য দলগুলির যে কেউ তা অস্বীকার করবে, দোযখই ওর নির্ধারিত বাস্থান। অতএব তুমি তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে থেকো না। নিশ্চয় তা সত্য, তোমার রবের পক্ষ থেকে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না।[৪]

এখানে "অন্য দলগুলির যে কেউ তা অস্বীকার করবে" এই "তা" দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনুল কারীম। যা থেকে স্পষ্ট, যারা কুরআনকে সত্যায়ন করবে না তারা জাহান্নামের উপযুক্ত হবে। এখানে শব্দটি আম। যা কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং যে ব্যক্তি বা দল কুরআনের শিক্ষার উপর ঈমান আনবে না, চাই সে ব্যক্তি বা দল তার নিজের ধারণানুযায়ী যতই একনিষ্ট ইহুদি বা খ্রিস্টান হোক, অবশ্যই জাহান্নামীই হবে।

ইমাম তবারি রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৩১০ হি.) এই আয়াতের তাফসিরে লেখেন,

يقول تعالى ذكره: ومن يكفر بهذا القرآن فيجحد أنه من عند الله من الأحزاب، وهم المتحزبة على مللهم فالنار موعده، إنه يصير إليها في الآخرة بتكذيبه يقول الله

[৪] সূরা হুদ : ১৭

لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. {فلا تك في مرية منه} [هود: ١٧] يقول: فلا تك في شك منه، من أن موعد من كفر بالقرآن من الأحزاب النار، وأن هذا القرآن الذي أنزلناه إليك من عند الله. (جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٢٧٨/١٥، سورة هود)

অর্থাৎ, আল্লাহর বানী "অন্য দলগুলির যে কেউ তা অস্বীকার করবে" এই কথার উদ্দেশ্য হলো যারাই এই কুরআনকে অস্বীকার করবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম আর আখিরাতে সে ঐখানেই থাকবে কুরআনকে মিথ্যাসাব্যস্ত করার অপরাধে। আল্লাহ তার নবিকে স্পষ্ট ভাষায় এটা বলছেন, হে নবি! এই বিষয়ে আপনি কোনোরূপ সংশয়ে থাকবেন না যে, যে দলই কুরআনকে অস্বীকার করবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কেননা এই কুরআন আমার পক্ষ থেকে আপনার উপর অবতীর্ণ করা।[9]

হাদিস ও ইন্টারফেইথ

প্রথম হাদিস :

عن الزهري، أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من قصص يوسف في كتف فجعلت تقرأ عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه، فقال: "والذي نفسي بيده، لو أتاكم يوسف وأنا فيكم فاتبعتموه وتركتموني لضللتم". (مصنف عبد الرزاق ١١٣/٦، كتاب أهل الكتاب، مسألة أهل الكتاب، تـ حبيب الرحمن الأعظمي)

হযরত হাফসা রা. হযরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনা সংবলিত একটি বই হাতে করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে

[9] তাফসিরে তবারি ১৫/২৭৮

আসলেন এবং তা পড়ে শুনাতে লাগলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রঙ রাগে পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং বললেন, "ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমার জীবদ্দশায় যদি নবি ইউসুফ তোমাদের কাছে আসে আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণে লেগে যাও তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে।"[10]

এথেকে এটা স্পষ্ট যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তাঁর অনুসরণ এবং তাঁর আনিত দীন কবুল করে নেওয়া সকল মানুষের জন্য ফরজ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাতিত অন্যকোনো নবির শিক্ষা—যদি তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিতও হয়, অনুরসরণ করা সুনিশ্চিতভাবেই পথভ্রষ্টতা। এটার কারণ এই নয় যে, অন্যান্য নবিদের শিক্ষা অপূর্ণ বা নাউজুবিল্লাহ ভুল ছিলো। বরং এর কারণ হলো, ইসলাম আসার পর পূর্বের সকল ধর্ম রহিত হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় হাদিস :

عن عبد الله بن ثابت، قال: جاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من يهود فكتب لي جوامع من التوراة، قال: أفلا أعرضها عليك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله: مسخ الله عقلك ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني ، لضللتم، إنكم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين". (مصنف عبد الرزاق ٣١٢/١٠، كتاب أهل الكتابين، باب هل يسأل أهل الكتاب عن شيء؟، تـ حبيب الرحمن الأعظمي)

[10] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৬/১১৩

ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল! এক ইহুদি ভাইয়ের সামনে দিয়ে আমি অতিক্রম করছিলাম। সে আমাকে তাওরাতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লেখে দিয়েছে। আমি কী তা আপনার নিকট পেশ করবো?" এটা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের রঙ পরিবর্তন হয়ে গেলো। (তা দেখে) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, "আল্লাহ আপনার আকলকে বিকৃত করে দিক, আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের চেহারা পরিবর্তনের বিষয়টি কী লক্ষ্য করছেন না?" হযরত ওমর রা. ততক্ষনিক বলে উঠলেন, "আমি আল্লাহকে রব হিসবে, ইসলামকে দীন হিসেবে ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।" এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাগ পশমিত হলো এবং তিনি বললেন, "ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আজ যদি মূসা আ. তোমাদের মাঝে হতো আর তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে তাকে অনুসরণ করতে তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। নিশ্চয় উম্মতের মধ্য থেকে তোমরা আমার অংশের আর আমি নবিদের মধ্য থেকে তোমাদের অংশের।"[11]

তৃতীয় হাদিস :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. (صحيح البخاري برقم: ٦٧١٨، كتاب الأحكام، باب: قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)

হযরত আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর

[11] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১০/৩১২

আনুগত্য করলো। আর যে আমার অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহর অবাধ্যতা করলো।[12]

উক্ত হাদিসে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অবাধ্যতার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে—যে রাসুলের আনুগত্য করলো সে যেনো আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে রাসুলের অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করলো।

হাদিসে مَنْ শব্দটিও আম। যা পুরো মনুষ্য জাতীকে অন্তর্ভুক করে। সুতরাং, কোনো ব্যক্তি ইহুদি, হিন্দু বা অন্য যেকোনো ধর্মেরই হোক, যতক্ষণ সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাকে অন্তর দিয়ে মেনে না নিবে ততক্ষণ সে আল্লাহর অবাধ্য বান্দা হিসেবে গণ্য হবে।

চতুর্থ হাদিস :

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. (صحيح البخاري برقم: ٦٨٥١، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ঐ ব্যক্তি ছাড়া আমার পুরো উম্মত জান্নাতে যাবে, যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।" সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলো, "হে আল্লাহর রাসুল! প্রত্যাখানকারী কে?" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ

[12] সহিহ বুখারি : ৬৭১৮

করলেন, "যে আমার আনুগত্য করলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্যতা করলো সে আমাকে প্রত্যাখ্যানকারী।"[13]

এই হাদিসেও এই বিষয়টি স্পষ্ট, যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করলো না সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হাদিসে বর্ণিত "আমার উম্মত" কথা থেকে যদি মুসলমান-অমুসলমান সকল মানুষই উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো বিষয়টি স্পষ্টই। আর যদি শুধু মুসলমান উদ্দেশ্য হয়, তাহলেও পরিবর্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দগুলোর এই বিষয়টি একদম স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে ব্যক্তিই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হলো সেই জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে।

পঞ্চম হাদিস :

সহিহ বুখারিতে হযরত জাবের রা. থেকে একটি দীর্ঘ হাদিস রয়েছে। সেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুজন ফেরেশতা এসেছে, যারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলো। সেখানে তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্যাদা বিষয়ে তার বলছিলো,

مثله كمثل رجل بنى دارا، وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة.

"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারহণ হলো ঐ ব্যক্তির মত, যে একটি ঘর নির্মান করলো এবং সেখানে মেহমানদারির ব্যবস্থা করলো। আর একজন লোককে প্রেরণ করলো মানুষকে (দস্তরখানে) দাওয়াত দিতে। যে ব্যক্তি এই আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিলো সে ঘরেও প্রবেশ করলো এবং দাওয়াতের খাবারও খেলো। আর যে

[13] সহিহ বুখারী : ৬৮৫১

আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিলো না, সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারেনি এবং দাওয়াতের খাবারো খেতে পারেনি।"

এরপর পরস্পরের কথার মধ্যে ফিরিশতা দুজন নিজেদের এই কথা ব্যাখ্যা করে বলছেন,

فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. (صحيح البخاري برقم: ٦٨٥٢، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم)

ঐ ঘর হলো, জান্নাত। আর আহবানকারী হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করলো সে আল্লাহর অনুসরণ করলো। আর যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহর অবাধ্যতা করলো। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ললাম হলো মানুষের মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি।[14]

এই হাদিসটি নিজ দাবী খুবই স্পষ্টভাবে তুলে ধরছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ও তাঁর আনিত দীনই হলো সত্য ও সঠিক নির্ধারণের মাপকাঠি। যে তা গ্রহণ করে নিবে সে আল্লাহর অনুগত বান্দা ও জান্নাতি হবে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নিবে সে আল্লাহর অবাধ্য ও জাহান্নামের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

এখানে এটা মনে রাখতে হবে যে, ফিরিশতারা সকল গুনাহ থেকে পবিত্র। তাই তারা এই কথাগুলো অবশ্যই আল্লাহর হুকুমেই বলেছিলো। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরব থেকে

[14] সহিহ বুখারী : ৬৮৫২

কথাগুলো মেনে নিচ্ছেনই শুধু এমন নয় বরং পুরো ঘটনা সাহাবায়ে কেরামের সামনে বর্ণনাও দিচ্ছেন। পারিভাষিকভাবে যা "সুন্নতে তাকরিরি" হয়ে যায়।

উম্মতের ইজমা ও ইন্টারফেইথ

ইসলামের শুরু থেকেই এই বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে যে, একমাত্র ইসলাম ধর্মই হলো সত্য ও সঠিক। তার বিপরীত যত ধর্মই আছে তা পথভ্রষ্টতা ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। কোনো আলেমের এই বিষয়ে ভিন্নমত নেই। বিষয়টি দিবালোকের মত এতটাই স্পষ্ট ছিলো যে, তার জন্য স্বতন্ত্র করে বলার প্রয়োজনও সালাফদের দরকার মনে হয়নি। এজন্য 'ইজমা' সংক্রান্ত কিতাবসমূহে এই বিষয়ের আলোচনা সাধারণত উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নুকতাগুলো লক্ষ্য করাই যথেষ্ট:

১। হযরত আবু বকর রা.-এর খেলাফতকালে পুরো উম্মতের এই বিষয়ে ইজমা হয়েছিলো, যে ব্যক্তি নামাজ ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে সে আর মুসলমান থাকবে না। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। একটু লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, নামাজ ও যাকাত থেকে আরো বেশি গুরুত্ব ও জরুরি এবং মৌলিক বিধান হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু ওয়ালাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের উপর ঈমান আনা ও তাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। তাহলে এই মৌলিক বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ করলে বা এর বিপরীত কোনো অবস্থান নিলে কেনো কুফর হবে না? এবং তাদের বিরুদ্ধে কেনো জিহাদ করা যাবে না?

২। দুটো বিষয়ে উম্মতের কোনোরূপ খটবা বা সংশয় ছিলো না।

ক. ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম এবং আখেরাতে নাজাতের একমাত্র পথ।

খ. ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ও মুসলিম পরিচয় সঠিক হতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত সকল শিক্ষাকে সত্যায়ন করা এবং তা সঠিক এই বিশ্বাস রাখা জরুরি। এই তাসদিক ও সত্যায়ন ছাড়া কোনো ব্যক্তি মুসলমানই হতে পারবে না।

আর ইন্টারফেইথের মৌলিক দর্শন উপরের উভয় কথার সাথেই স্পষ্ট সাংঘর্ষিক।

৩। ইবনে হাজম রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৪৫৬ হি.) উম্মতের ঐক্যমতপূর্ণ বিষয়গুলো জমা করেছেন। সেখানে এই বিষয়টিও লেখেছেন যে,

واتفقوا أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا من رايه بغير استدلال منه ولا أن ينقص منه شيئا ولا أن يبدل شيئا مكان شيء ولا أن يحدث شريعة وأن من فعل ذلك كافر. (مراتب الإجماع ص ١٧٤، باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه باجماع، ط. دار الكتب العلمية)

উম্মত সকলে এই বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর ওহির দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং দীন পূর্ন হয়ে স্থির হয়ে গিয়েছে। কোনো ব্যক্তির জন্য শরয়ী দলিল থেকে প্রমাণ পেশ করা ব্যতিত নিজের ব্যক্তিগত রায় দিয়ে দীনের মধ্যে কোনো কিছু কমানো বা বাড়ানো, দীনের কোনো বিষয় পরিবর্তন করা

এবং দীনের মধ্যে কোনো নতুন শরীয়ত আবিষ্কার করা বৈধ নয়। যে এগুলোর কিছু করবে সে কাফের বলে গণ্য হবে।[15]

ইন্টারফেইথ দর্শন কুফরি হওয়ার কারণসমূহ

ইন্টারফেইথের দৃষ্টিভঙ্গি এমন বড় একটি বেদআত, যার মধ্যে ছুপানো রয়েছে আরো অসংখ্য পদভ্রষ্টতা। তা নিজের আস্তিনে লুকিয়ে রেখেছে ইসলামের সাথে শত্রুতার বিভিন্ন ধরণ ও কৌশল। গোমরাহি ছাড়াও

---

[15] মারাতিবুল ইজমা পৃ. ১৭৪

উম্মতের এই ইজমা নিয়ে আরো অসংখ্য ইমামের বক্তব্য রয়েছে। এখানে দুটো বক্তব্য উল্লেখ করছি। ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৭২৮হি.) বলেন,

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب.

'ইসলাম ধর্মে এই কথা সার্বজনীন ও সকলের ঐক্যমতে প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে অথবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়ত ব্যতিত অন্য শরীয়তের অনুসরণের বৈধতা দিবে সে কাফের হয়ে যাবে।' - মাজমুউল ফাতাওয়া ২৮/৫২৮

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ৭৫১হি.) বলেন,

وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر، وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام.اهـ (أحكام أهل الذمة ٣٦٣/١، فصل: خمس مسائل في موضوع التسمية، المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حله، فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم؟)

'কুরআনে বর্ণিত এবং উম্মাহর ইজমায় প্রতিষ্ঠিত, "দীনে ইসলাম পূর্ববর্তী সকল দীনকে রহিত করে দিয়েছে এবং যে ব্যক্তি তাওরাত ও ইনজিলের বিধি-বিধানকে জীবনবিধান বানিয়ে নেবে আর কুরআনের অনুসরণ ছেড়ে দেবে, সে কাফের।" তাওরাত, ইনজিল ও অন্য সকল ধর্মের প্রতিটি বিধান আল্লাহ তায়ালা বাতিল করে দিয়েছেন এবং মানুষ ও জ্বিন জাতির উপর ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান ফরজ করেছেন। সুতরাং হারাম শুধু তাই, যা ইসলাম হারাম করেছে। ফরজ শুধু তাই, যা ইসলাম ফরজ করেছে।' -আহকামু আহলিযযিম্মাহ ২/৫৩৩ (আব্দুল্লাহ)

তার মূল দর্শনের মাঝে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো স্পষ্ট কুফরি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

ক. দীনে ইসলাম ছাড়াও ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মকে সঠিক মনে করা।

খ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের উপর ঈমান আনাকে জরুরি মনে না করা।

গ. ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের মত স্পষ্ট কুফরিকেও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ মনে না করা।

ঘ. সরাসরি হোক অথবা ফলাফলের বিচারে ইন্টারফেইথের দর্শনকে সঠিক মনে করা হলে কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য বক্তব্য এমনকি অসংখ্য অধ্যায়ের শত শত বক্তব্যকে এবং উম্মাহের সর্বসম্মত বহু বিষয়কে অস্বীকার করতে হবে। যেমন,

১। কাফেরদের ইসলামের দিকে দাওয়াতের সকল আয়াত-হাদিস। কেননা দাওয়াত তো দেওয়া হয় বাতিল থেকে হকের দিকে। ভ্রান্তি থেকে সঠিকের দিকে। এখন যদি অন্য সকল ধর্মও সঠিক মেনে নেওয়া হয়, তাহলে ইসলামের দিকে দাওয়াতের আর কী ভিত্তি বাকি থাকলো?

২। কাফেরদের সাথে জিহাদ ও কিতালের আয়াত-হাদিসসমূহ।

৩। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব না রাখা, কুফর ও কাফেরের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণা রাখার আয়াত ও হাদিসগুলো।

৪। বন্ধুত্ব ও মিত্রতা শুধুই ইসলাম ও মুসলমানদের সাথেই হবে এই সংক্রান্ত সকল আয়াত ও হাদিস।

৫। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত দুনিয়ার সকল সময়ের সকল মানুষের জন্যই, এই বিষয়ক সকল আয়াত ও হাদিস।

সমাপ্ত